

# জুমার খুতবা

২০২৪/৭/২৬ / ১৪৪৬/১/২০

বিষয়

## উদাসীনতা হতে সতর্কতা

সম্মানিত শায়খ ড.

আব্দুল মুহসিন বিন

মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

 a-alqasim.com





## উদাসীনতা হতে সতর্কতা<sup>(১)</sup>

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা ও পাপকার্য হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তায়ালা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

**অতঃপর:**

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং নির্জনে ও গোপনে তাকে ভয় করে চলুন।

**হে মুসলমানগণ!**

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনার জন্য রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং যে তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে সে হেদায়াতের আলো পেয়েছে, আর যে সাড়া দেয়নি সে-ই অজ্ঞতার অন্ধকার এবং স্বীয় নফস ও এর পূর্ণতা থেকে উদাসীনতায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

বস্তুত দ্বীন ও আখেরাতের বিষয়ে উদাসীনতাই হচ্ছে সকল অকল্যাণের উৎস এবং অন্তরের একটি বড় ব্যাধি। এর কারণে বান্দা ইহকালীন ও

<sup>১</sup> ( ২০শে মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

পরকালীন কল্যাণ এবং এর নেয়ামতের আস্থাদন থেকে বঞ্চিত হয়। আর এ পথ ধরেই বান্দার মাঝে ত্রুটি প্রবেশ করে।

মহান আল্লাহ আদম সন্তানদের নিকট থেকে এই মর্মে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তিনিই তাদের রব ও একমাত্র উপাস্য; যাতে তারা উদাসীনতার ওয়র পেশ করতে না পারে। মহান আল্লাহ বলেন:

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ  
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)

অর্থ: [আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, ‘আমি কি তোমাদের রব নই’? তারা বলল, ‘হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।’ যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম।] সূরা আল-আ’রাফ : ১৭২।

আর তারা যেন গাফলতি বা উদাসীনতাকে হুজ্জত হিসেবে পেশ করতে না পারে সেজন্য তিনি কুরআনের আয়াতও নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

(وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ \*  
أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ)

অর্থ: [আর এ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি- বরকতময়। কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।\* যেন তোমরা না বল যে, কিতাব তো নাযিল করা হয়েছিল আমাদের পূর্বের দু’টি দলের উপর এবং আমরা তো তাদের অধ্যয়ন সম্পর্কে ছিলাম গাফেল।] সূরা আল-আনআম : ১৫৫-১৫৬।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল সাঃ-কে গাফেল বা উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে

নিষেধ করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

(وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ)

অর্থ: [আর আপনি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।] সূরা আল-আ'রাফ: ২০৫। তাই নবী সাঃ তা থেকে রেহাই চেয়ে দোয়া করে বলতেন: ( **اللَّهُمَّ إِنِّي** /হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই **অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, অতি বার্ষক্য, রুঢ়তা ও উদাসীনতা হতে।**) সহীহ ইবনে হিব্বান।

গাফলতির কারণে মানুষের আফসোসে পতিত হওয়ার আগেই তাদেরকে সতর্ক করতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল সাঃ-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

(وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)

অর্থ: [আর তাদেরকে সতর্ক করে দিন পরিতাপের দিন সম্বন্ধে, যখন সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। অথচ তারা রয়েছে গাফলতিতে নিমজ্জিত এবং তারা ঈমান আনছে না।] সূরা মারইয়াম: ৩৯।

তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের জবাবদিহিতার সময় অত্যাসন্ন, যাতে তারা তাদের উদাসীনতা হতে জাগ্রত হয়ে উঠে। আল্লাহ বলেন:

(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ)

অর্থ: [মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।] সূরা আল-আম্বিয়া: ০১। তিনি তাদের নিন্দা করেছেন যারা দুনিয়ার বাহ্যিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে, অথচ পরকাল সম্পর্কে উদাসীন থাকে। তিনি বলেছেন:

(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ)

অর্থ: [তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জানে, আর আখিরাত

সম্পর্কে তারা গাফিল।] সূরা আর-রুম : ০৭।

বস্তুত যে জাতি সতর্কীকরণ ও উপদেশ প্রদান ছেড়ে দেয়, তারাই উদাসীনতায় নিমজ্জিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

(لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ)

অর্থ: [যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে, যাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে ওরা উদাসীন।] সূরা ইয়াসীন : ০৬। আল্লাহ তায়ালা এও সংবাদ দিয়েছেন যে, অধিকাংশ মানুষই তাঁর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন :

(وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ)

অর্থ: [আর নিশ্চয় অনেক মানুষ আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে গাফেল'।] সূরা ইউনুস : ৯২।

গাফলতি বা উদাসীনতার অন্যতম কারণ হল: দুনিয়ার মোহ ও এর উপর নির্ভরশীলতা এবং এটাকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

(ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ \* أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)

অর্থ: [এটা এ জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।\* এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল।] সূরা আন-নাহল : ১০৭-১০৮। জনৈক বিদ্বান বলেছেন : (চিন্তা-ভাবনা না করে যে দুনিয়ার দিকে তাকায়; তার এমন অবহেলার পরিমাণ অনুপাতে অন্তরের আলো নিভে যায়।)

কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ থাকা উদাসীনতা ও

অন্তরের মৃত্যু অবধারিত করে। নবী সাঃ বলেছেন : (যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে আর যে যিকির করে না তাদের উদাহরণ হল জীবিত ও মৃতের ন্যায়।) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। অবহেলা ও অলসতাবশত একাধিক জুমা পরিত্যাগ করার কারণ হল উদাসীনতা। নবী সাঃ বলেছেন: (লোকেরা যেন জুমআ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন, তারপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।) সহীহ মুসলিম। আর উদাসীন বা গাফেলদের সঙ্গ গ্রহণ ব্যক্তিকে গাফেল করে দেয়; অথচ মহান আল্লাহ তাদের সাথে উঠাবসা করতে, অনুসরণ করতে ও তাদের থেকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

(وَلَا تُطْعَمَنَّ مِنْ أَعْفَانَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا)

অর্থ : [আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি।] সূরা আল-কাহাফ: ২৮।

প্রবঞ্চনায় পতিত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে, ব্যক্তি কোন পাপ করা সত্ত্বেও সে অনুগ্রহ পায়; ফলে সে মনে করে যে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আবার অনেক সময় সে তার শারীরিক ও আর্থিক নিরাপত্তা দেখে মনে করে এর কোন শাস্তি নেই। সে অনুধাবন করতে পারে না যে, তার উদাসীনতায় পতিত হওয়াটাই তার জন্য একটি বড় শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন :

(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ)

অর্থ: [অচিরেই আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেও পারবে না।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৮২। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: (এর অর্থ হল: তাদের জন্য এই পৃথিবীতে জীবিকার দ্বার ও আরাম-আয়েশের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, যাতে তারা যে অবস্থায় আছে তাতে তারা প্রতারিত হয় এবং বিশ্বাস করে যে, তারা একটা কিছুতে রয়েছে।)

উদাসীনতা হতে নিরাপত্তা লাভ একটি জটিল বিষয়; অনেক সময় তা মুত্তাকী বান্দাকেও পেয়ে বসে, কিন্তু সে দ্রুতই সতর্ক হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তাওবা করে। আল্লাহ বলেন:

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ)

অর্থ: [নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রনা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সাথে সাথেই তাদের চোখ খুলে যায়।] সূরা আল-আ'রাফ: ২০১।

উদাসীনতা হতে সজাগ হওয়া কল্যাণ লাভের প্রথম চাবি; আর তা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আদেশ পালনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আল্লাহ বলেন:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)

অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছু দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের ডাকে সাড়া দাও।] সূরা আল-আনফাল: ২৪।

উদাসীনতা হতে সজাগ করে এমন আরেকটি বিষয় হল মহান আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত;

(هَذَا بَيِّنٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ)

অর্থ: [এগুলো মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।] সূরা আলে-ইমরান: ১৩৮। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হেফাযত করা উদাসীনতা থেকে মুক্তি দেয়, নবী সাঃ বলেছেন: **(যে ব্যক্তি এই ফরয সালাতসমূহের সংরক্ষণ করবে, তাকে গাফেল-উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।)** সহীহ ইবনে খুযাইমা। দশটি আয়াতের মাধ্যমে কিয়ামুল্লাইল করাও গাফলতি হতে মুক্তি দেয়। নবী সাঃ বলেছেন: **(যে ব্যক্তি রাতের সালাতে**

দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম গাফিলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না।) সুনানে আবু দাউদ।

কুরআন ও সুন্নাহর হালাকাসমূহ এবং ইলমী মজলিসগুলো অন্তর থেকে গাফলতিকে দূর করে। আল্লাহ বলেন:

(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعُدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)

অর্থ: [আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে, এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তোমার দু'চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়।] সূরা আল-কাহাফ: ২৮। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: (যিকিরের মজলিসগুলো হল ফেরেশতাদের মজলিস, পক্ষান্তরে অসার কথাবার্তা ও উদাসীনতার মজলিস হল শয়তানের মজলিস। সুতরাং বান্দা যেন সেটাই চয়ন করে এ দুটোর মধ্যে যা সবচেয়ে প্রিয় ও তার জন্য অধিক উপযুক্ত। কেননা সে ওদের সাথেই দুনিয়া ও আখেরাতে থাকবে।)

উদাসীনতা হচ্ছে বান্দা ও তার রবের মাঝে পর্দাস্বরূপ। আর আল্লাহর যিকির সে পর্দাকে দূরীভূত করে ও শয়তানকে বিতাড়িত করে। মহান আল্লাহ বলেন:

(وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ)

অর্থ: [আর আপনি আপনার রবকে নিজ মনে স্মরণ করুন সবিনয়ে, সশংকচিত্তে ও অনুচ্চস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।] সূরা আল-আরাফ: ২০৫।

মানুষেরা যে সমস্ত সময়ে উদাসীন থাকে সে সময়ে ইবাদত পালন করা গাফলতি থেকে মুক্তি দেয়; উসামা বিন যায়দ রাঃ বলেন: (আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে তো শাবান মাসে যে পরিমাণ সাওম পালন করতে দেখি বছরের অন্য কোন মাসে সে পরিমাণ সাওম পালন করতে দেখি না। তিনি বললেন: **শাবান মাস রজব এবং রমযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যে যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন থাকে।)** সুনানে নাসায়ী।

তাওবা হল অন্তরের পবিত্রতা ও গাফলতি হতে মুক্তির মাধ্যম। নবী সাঃ বলেছেন: (বান্দা যখন কোন গুনাহ করে তখন তার হৃদয়ে একটি কাল দাগ পড়ে। পরে যখন সে গুনাহ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাওবা করে তখন তার হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে যায়।) সুনানে তিরমিযি। অর্থাৎ তার থেকে সে কাল দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়।

মৃত্যু হল নীরব উপদেশ; নবী সাঃ বলেছেন: (আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা, এর ফলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়।) সুনানে আবু দাউদ। আর অধিক পরিমাণে মৃত্যুর স্মরণে রয়েছে অন্তরের সংশোধন ও গাফলতি হতে মুক্তি। নবী সাঃ বলেন: (তোমরা বেশী করে স্বাদ হরণকারী বিষয়কে -অর্থাৎ মৃত্যুকে- অধিক হারে স্মরণ কর।) মুসনাদে আহমাদ।

শয়তান বান্দার গাফলতির অপেক্ষা করে ও তার সাথে অবস্থান করতে থাকে, যতক্ষণ না এটা অন্তরকে আচ্ছাদিত করে ও অন্ধ করে দেয়। অবশেষে তার উদাসীন অন্তর শয়তানের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ হতে গাফেল থাকে, তাকে দূরদৃষ্টি বিলুপ্ত করার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়। ফলে সে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহকে চিন্তে পারা এবং বাতিল হতে হককে পৃথক

করতে পারা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

(سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعُغْيِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ)

অর্থ: [যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দেখলেও সেটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভুল পথ দেখলে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৬।

আর যখন গাফলতি চরম আকার ধারণ করে; তখন ঐ ব্যক্তি কোন কিছু হৃদয়াঙ্গম করতে, দেখতে, শুনতে ও অনুধাবন করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন:

(لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)

অর্থ: [তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল।] সূরা আল-আরাফ: ১৭৯। আর এটাই আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে শাস্তি প্রদান ও ধ্বংস করার কারণ। মহান আল্লাহ বলেন:

(فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ)

অর্থ: [কাজেই আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং

এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।] সূরা আল-আরাফ : ১৩৬।

আল্লাহ তায়ালা গাফেলদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন; আল্লাহ বলেন:

(إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ \*  
أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)

অর্থ: [নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে ও তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে। আর যারা আমার নিদর্শনাবলী হতে গাফেল।\* তাদেরই আবাস আগুন; তাদের কৃতকর্মের জন্য।] সূরা ইউনুস : ০৭-০৮।

আর কিয়ামতের দিন যখন তাদের অন্তরের পর্দা খুলে যাবে, তখন তারা যা অস্বীকার করত তা স্বচক্ষে অবলোকন করবে। মহান আল্লাহ বলেন:

(لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)

অর্থ: [অবশ্যই তুমি এ দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, অতঃপর আমি তোমার সামনে থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি। সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।] সূরা রুফ: ২২। সেদিন তারা তাদের গাফলতির কথা স্বীকার করবে ও অনুতপ্ত হবে:

(وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا)

অর্থ: [আর অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হবে, আকস্মাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৯৭। আর যখন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তাদের গাফলতির কারণে পুনরায় অনুশোচনা প্রকাশ করবে;

(وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ)

অর্থ: [আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক প্রয়োগ

করতাম, তাহলে জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না।] সূরা আল-মুলক : ১০।

### অতঃপর হে মুসলিমগণ!

ব্যক্তি নিজে গাফেল থাকলেও তার ব্যাপারে আল্লাহ গাফেল নন। মহান আল্লাহ বলেন

(وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)

অর্থ: [আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আপনার রব গাফেল নন।] সূরা হুদ: ১২৩। আর সকল ক্ষতির সমন্বয়ক হল হল উদাসীনতা ও প্রবৃত্তি; কেননা আল্লাহ ও পরকালের বিষয়ে উদাসীনতা কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়, আর প্রবৃত্তি অকল্যাণের পথ খুলে দেয়। বান্দার অন্তর আল্লাহর পথ থেকে যত দূরে থাকে, অন্তরের ব্যাধিগুলো তার দিকে ততই ঘনিয়ে আসে। পক্ষান্তরে সে যতই আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, অকল্যাণ ও আপদ তত দূরে সরে যায়। আল্লাহ থেকে দূরে থাকার কয়েকটি স্তর রয়েছে; কোনটি অপরটির চেয়ে মারাত্মক হয়ে থাকে। বস্তুত গাফলতি হতে উত্তোরণ ছাড়া অবাধ্যতা-পাপের ফেতনা থেকে রেহাই নেই।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ)

অর্থ: [অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।] সূরা আয-যারিয়াত: ৫০।

بارك الله لي ولكم في القرآن ...

## দ্বিতীয় খুতবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য তাঁর ইহসানের কারণে। তাঁরই শুকরিয়া আদায় করছি; ভালকাজের তাওফীক দান ও অনুগ্রহের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; তাঁর শানের প্রতি সম্মান রেখে। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তায়ালা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

হে মুসলমানগণ! উদাসীনতা, প্রবৃত্তি ও ক্রোধের মাধ্যমে শয়তান বান্দার মাঝে প্রবেশ করে, এবং গাফলতি ও পাপের কারণে অন্তরে জং ধরে। আর ইস্তিগফার ও যিকিরের মাধ্যমে তাতে উজ্জ্বলতা আসে। অন্তরের বিশুদ্ধতার একটি আলামত হল: তা সর্বদা বান্দাকে আল্লাহর দিকে প্ররোচিত করতে থাকে, অবশেষে সে আল্লাহ অভিমুখী হয় ও তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ে।

যে ব্যক্তি নিজের নফসের ব্যাপারে গাফেল থাকে; তার সময় বিনষ্ট হয় ও আফসোস-পরিতাপ প্রচণ্ড হয়। কাজেই যা অবশিষ্ট আছে তা দ্বারা যা ছুটে গেছে তা পূরণ করুন। বস্তুত যে ব্যক্তি অবশিষ্টাংশকে সংশোধন করে, তার যা গত হয়ে গেছে তা তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। সে ব্যক্তিই বিচক্ষণ যে নিজের নফসের হিসেব ও পর্যালোচনা করে, গন্তব্যকে ত্রুটিমুক্ত করে, ভুল শুধরে নেয় এবং দিনের বেলায় যা করেছে তা রাতের বেলায় নিরীক্ষণ করে। ইবনে হিব্বান রহঃ বলেন: (জ্ঞানীদের মধ্যে সর্বোত্তম মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে সর্বদা স্বীয় নফসের পর্যালোচনা করে।)

অতঃপর, আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ... ।

# خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ

٢٠ / ١ / ١٤٤٦ هـ / 2024/7/26 م

بعنوان

# التَّحذِيرُ مِنَ الْخَفَلَةِ

لفضيلة الشيخ

د. عبد المحسن محمد الفيصل

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

مترجمة باللغة البنغالية

